ভোগবাদের কবলে যাত্রা

ইমানুল হক

১.

মানুষকে বদলাতে হলে বদলাতে হবে তার মনকে।
মন না বদলালে মানুষ বদলায় না।
আর মানুষের আসল লড়াই তার নিজের সঙ্গে।
নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে জিততে না পারলে সব লড়াই-ই সে হেরে বসে।
আজকের ভোগবাদী--পণ্যবাদী সময়ে মানুষ কেবল পণ্যমুখী হচ্ছে না, তাকেও পণ্য করে গড়ে তুলতে চাইছে ভোগবাদী দুনিয়া।
সে কারণে মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার উপর নামিয়ে আনা হচ্ছে আক্রমণ।
মানুষকে দ্বীপের মতো গড়ে তোলা হচ্ছে--নি:সঙ্গ, একক, উদাসীন, শরীর ও অর্থসর্বস্ব প্রাণি হিসেবে তাকে চিহ্নিত হতে শেখানো হচ্ছে।

২.

একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার অর্থনীতিকে, অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার সংস্কৃতিকে,
সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার শিক্ষাকে,
শিক্ষা ধ্বংসের জন্য প্রয়োজন ভাষার বিনাশ,
ভাষার বিনাশে জরুরি আত্মমর্যাদাবোধের বিলোপ।

৩.

মানতে কষ্ট হলেও একথা সত্য, উনিশ শতক বাঙালির জীবনে একটা বড় সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেছে তার শিকড় থেকে। বাঙালির অর্থনীতি যেমন ধবংস হয়েছে, তেমনই ধ্বংস হয়েছে গ্রাম, গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ অর্থনীতি।
গুরনার মিরদাল তাঁর 'এশিয়ান ড্রামা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বাংলার গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। নুন ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই মিলত গ্রামে। গ্রামে নানা জাতি, নানা কর্মের মানুষের উপস্থিতিই তার প্রমাণ। তেলিপুকুর, কলুপুকুর, তাঁতিগড়, ধোবাগড় ইত্যাদি নামের নামের মধ্যেও তার সাক্ষ্য।
এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে ইংরেজরা। ধ্বংস করেছে আমাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা ও আত্মমর্যাদাবোধকে।
যে বাংলা সপ্তদশ শতকে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এলাকা, ১৭৫৭-তে ইংরেজদের চক্রান্তে সিরাজের পরাভবের মাত্র ১৩ বছর পর তা হয়ে উঠল বধ্যভুমি। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তরে মারা গেল বাংলার তিন কোটির মধ্যে এক কোটি মানুষ।
এই পরিকল্পিত হত্যা নিয়ে শহুরে মানুষ তো সেভাবে প্রতিবাদ করেননি।
আজো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমেত অনেকে মনে করেন, ইংরেজরা তেমন অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ছিল না।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও বাংলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় ২০০৯ এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সুনীলদার এই মন্তব্য ক্ষুব্ধ করে।
কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই উনিশ শতকের আলোকিত শহুরে বুদ্ধিজীবীরা গ্রামীণ প্রাক-উনিশ শতকীয় বিন্যাসের চেহারাটা ধরতে পারলেন না। পারার চেষ্টাও করলেন না। ফলে গ্রাম্যতা একটা গালাগাল হিসেবেই উপস্থাপিত হল।

৪.

গ্রামের সবকিছু তা বলে ভাল ছিল না। দলাদলি, জাতপাত, সংকীর্ণতা, কোন্দল, ছোঁয়াছুয়ি, ঘৃণা--এসব ভাল

ছিল না। কিন্তু এর কতটা উনিশ শতক পরবর্তী, কতটা উনিশ শতক পূর্ব-- তা গবেষণার দাবি রাখে।
বল্লাল সেনের আমলে জাতপাত, ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা বাংলায় জাঁকিয়ে বসে। কৌলীন্যপ্রথার কুপ্রভাবে বাংলার তথাকথিত উচ্চবর্গের নারীজীবন হয় বিপর্যস্ত। নারী স্বাধীনতা হয় সংকুচিত।
বৈদেশিক বাণিজ্য তথা কালাপাণি পার নিষিদ্ধ হল বাংলার বণিক সমাজ, যা মূলত গ্রামীণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল, তা বিপন্ন হল। আমাদের নায়ক তো উত্তমকুমারের মত প্রেমিকরা ছিল না, বাঙালি নায়ক ছিল চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগররা।
গ্রামীণ মানুষের তৈরি মশলা, পিতল কাঁসার তৈজসপত্র, মসলিন সহ নানা বস্ত্র সম্ভার বাঙালি বণিকরা নিয়ে যেত লঙ্কা পৃথিবীর নানা প্রান্তে।
বাঙালি শিল্পীর সোনা রূপা জরির কাজ তো আজো সারা দুনিয়ার সেরা।
বাংলায় তো পাওয়া যেত সোনাও। \
সুবর্ণগ্রাম, সোনারগাঁও, কর্ণসুবর্ণ-- প্রভৃতি নাম তার দ্যোতক।
৫.
শিল্প তথা ইনডাস্ট্রির পাশাপাশি ছিল আট তথা শিল্প।
নাটক ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে এসেছে এটা একটা ঔপনিবেশিক ধারণা মাত্র। ইউরোপিয় ধরণের মঞ্চ নাটক আমাদের ছিল না। কিন্তু রামযাত্রা, কেষ্ট যাত্রা, তো আমাদের ঐতিহ্য।
খ্রিস্টিয় দশম শতর্কে লেখা চর্যাপদ বা গীতিতে বুদ্ধ নাটকের উল্লেখ আছে।
বৌদ্ধ প্রধান বাংলায় নাটক ছিল একই সঙ্গে ধর্ম ও বিনোদনের অঙ্গ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম'-ও তো নাট্যগুণান্বিত।
৬
বাংলা যাত্রার প্রামাণ্য ইতিহাস আজো রচিত হল না। প্রথাগত শিক্ষার অঙ্গনে আজো তা ব্রাত্য।
বামপন্থীরা একসময় যাত্রাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন বিদ্রোহ, প্রতিবাদমতাদর্শ, সংস্কৃতি, মিশ্র সংস্কৃতির ধারাকে তুলে ধরার জন্য। কিন্ত আপাত ক্ষমতায়নে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
যাত্রা আগে ভোগবাদের বিরোধিতা করে লোকশিক্ষে দিত। আজ অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়ে দাঁরিয়েছে ভোগবাদের প্রচারক।
এটা বিশেষ করে ঘটেছে বিশ শতকের সত্তর দশক থেকে।
একদিকে নকশাল আন্দোলনের বজ্রনির্ঘোষ, অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্মের পাশাপাশি বিদ্রোহ বিপ্লব ঠেকাতে 'ববি' ছবি এবং 'বারবধূ' নাটকের হাত ধরে এল অবক্ষয়ী সংস্কৃতি। সিনেমার পরিত্যক্ত নায়ক নায়িকা পার্শ্বচরিত্ররা যাত্রা দলে নাম লেখাতে এলেন। এলেন কোন বিশ্বাস বা ভালবাসা থেকে নয়, মূলত পয়সার জন্য।
আর ১৯৮৭-র পর থেকে গ্রামের ক্লাব কালচারটা বদলে যেতে লাগল। ক্লাবগুলো ছিল মূলত খেলাধূলা এবং সংস্কৃতি চর্চার বাহন।
তারা নিয়মিত অ্যামেচার যাত্রার চর্চা করতো। অ্যামেচার মানেই কিন্তু পার্ট ভুলে যাওয়া আর হেক্ষড়ে গলায় চেঁচানো নয়। রীতিমত প্রশিক্ষক তথা মাস্টারমশাই এনে মহলা চলত। আশ্বিন মাস, অভাব ঘরে ঘরে, সে অভাব ভুলতেই যেন ভাবের আবাহন, যাত্রার সংলাপে, অভিনয় রাত্রির কল্পনায় সংসারের তাড়না যাওয়া যেত ভুলে।
মাঠে ঘাটে বাটে শোনা যেত যাত্রার সংলাপ। মহলা দেখতেও ভিড় হতো। টিভি তো তখনো আসেনি, যাত্রার মহলাই তো তখন প্রধান বিনোদন। নিরক্ষর কিছু মানুষও অসাধারণ অভিনয় করতেন।
মেয়েদের পার্ট ২৫ বছর আগেও পুরুষরা করতেন। চপলা ভাদুড়ির মতো অনেক পুরুষ অসামান্য অভিনয় করতেন। কেউ কেউ হতেন অসামান্য সুন্দরী। তাদের বিয়ে করতে চেয়ে আসরে আসরে শোরগোল তুলত কোন হঠাৎ ধনী।
অরিজিনাল আনার চল পরে হয়েছে। পেশাদার মহিলা অভিনেত্রীদের বলা হত অরিজিন্যাল।

কখনো কখনো এমন হয়েছে, অরিজিন্যালদের থেকে পুরুষ অভিনেতা ভঅল অভিনয় করেছেন।

৭.

বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুরে ৭০-৮০ দশকে শ্যামলী-র বড় নাম ছিল। *কাকদ্বীপের এক মা* নাটকে অভিনয় করতে এসেছিল এক গ্রামের মেয়ে। গরিবের মেয়ে। প্রশংসা হল খুব। লাইম ম্যান গ্রুপ বলে আমার বাবাদের একটা গ্রুপ ছিল। সেই দলেই ছিল অর্চনাদি।

আজ কোথায় আছেন কেমন আছেন জানি না।

উৎপল দত্ত-র সাদা পোষাক নাটকে নায়কের ভুমিকায় অভিনয় করছি, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র, সন্ধ্যা নামে এক অরিজিন্যাল, সেদিন তার প্রথম অভিনয়, তার কাঁধে হাত রাখতে হবে ভেবে আমি নার্ভাস, নার্ভাস সে তার বহুগুণ, প্রথম অভিনয়, দিদি শ্যামলীদি, তুখোড় অভিনেত্রী, বললেন, একটু সাহায্য করতে।

সনধ্যা সেদিন আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছিল, আমিও আমার নার্ভাসনেস, জীবনে প্রথম কোন নারীর কাঁধে হাত, সবার সামনে, বাবা পরিচালক দলের, ভুক্তভোগীরা বুঝবেন সমস্যাটা।

৮.

এই পেশাদারদের আবার সমস্যাও হতো অনেক। যাত্রা শেষে সবসময় খাবার জুটতো না। পাচক ঠাকুর পানাসক্ত হলে বা রান্নার কাঠ ভিজে হলে অভুক্ত থাকতে হতো। অবিনয়ের পরে চাঁদা ঠিকমতো না ওঠায় উদ্যোক্তারা অনেক সময় হাওয়া হয়ে যেতেন।

৯.

প্রম্পটাররা ছিলেন সব পারানির কড়ি, তার কণ্ঠস্বর অনেক সময় অভিনেতার স্বরকেও ছাপিয়ে যেতো, কিন্তু আনন্দ আর উৎসাহে সব ভুলে যেতো মানুষ। অভিনয় রজনীর পরের দিনগুলি মগ্ন হয়ে যেতো চারপাশ এসবের আলোচনায়।

১০.

আর আজ থ্রি ইডিয়টস আক্রান্ত সময়ে ফাইভ পয়েন্ট সাম ওয়ান-এর দিনে, ভাল কিছু সিনেমা থেকে যাত্রায় আসছে না, আসছে চড়া স্বর, সংলাপ, অক্ষম অনুকরণ, স্বপনকুমারের অভিনয় দেখে উত্তমকুমার ও অভিভূত হতেন, আর সিনেমার বাতিল বা প্রায় বাতিলরা যাত্রার দফারফা করতে আসছেন, ভোগবাদ জায়গা নিচ্ছে আদর্শবাদের।

মা মাটি মানুষ, একটি পয়সা, পদধ্বনি, রক্তে রোয়া ধান--নয়, এখন আদর্শবাদের বদলে পোষাক খোলার সময়।

১১।

আধুনিকতা মানে তো চিন্তার মুক্তি, পোশাকের মুক্তি নয়। আগে মেয়েদের চুল কাটা ছিল শাস্তি-- এখন ফ্যাশান, দ্রৌপদীর শাড়ি খোলার জন্য কৌরব বংশ হল, আর শাড়ি খুলে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন পরিবারের, দেশের নয়নমণি। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে উরু দেখিয়ে উরুভঙ্গ করে মরলেন, আর এখন দামড়া দামড়া লোকেরা বারমুডা পরে উরু দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

১২.

অন্ধকার তো শেষ কথা হতে পারে না।

তাই একদিন ভোগবাদের বদলে আনন্দ অমৃত দান করবে --এই আশা করা বোধহয় বাতুলতা নয়। কারণ মানুষ তো অমৃতের পুত্র।